সংবাদ

তারিখ 2 4 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

কুমিল্লা জেলা স্কুলে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অর্ধশতাধিক ছাত্র ভর্তির অভিযোগ

কুমিল্লা থেকে মাহবুব আলম বাবু ॥ বছরের মধ্যখানে গতকাল কুমিল্লা জেলা স্কুলে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অর্ধশতাধিক ছাত্র ভর্তি হয়েছে। শুধুমাত্র পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওই সংখ্যায় ছাত্র ভর্তি হওয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্কুলের পরিবেশের সুষ্ঠ অবস্থা ভেঙে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক চাপের মুখে ওইসব ছাত্র ভর্তি করা হয় বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন।

জেলার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ কুমিল্লা জেলা স্কুল দীর্ঘদিনের সুনাম এবং প্রশাসনিক সুষ্ঠ ব্যবস্থার হাল ভেঙে হঠাৎ করে এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় অভিভাবকরা শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ২২মে বৃহস্পতিবার মন্ত্রী, এমপি, দলীয় শীর্ষনেতা এবং প্রশাসনের চাপে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে অর্ধশতাধিক ছাত্র ভর্তি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা স্কুলে গিয়ে ভর্তির এই সংখ্যা দেখা যায়। এই সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে বলে একজন শিক্ষক জানিয়েছেন। কুমিল্লা জেলা স্কুলে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকটি শ্রেণীতে ৩টি করে সেকশন রয়েছে। প্রতি সেকশনে ৬০ জন করে ছাত্র রয়েছে। এর বেশি ছাত্র ভর্তি করা কোনমতেই সম্ভব নয়; কিন্তু ওই ব্যবস্থা ভেঙে এবার ২ ক্লাসেই বছরের মধ্যখানে ওই সংখ্যায় ছাত্র ভর্তি করা হবে, শিক্ষকরা পাঠদানেও হিমশিম খাবেন বলে সহকারী প্রধান শিক্ষক শামসুল হক জানিয়েছেন।

স্কুলের একটি সূত্র জানায়, অতি গোপনে ভর্তির ফরম ছাড়া হয়েছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকশ' ফরম সরকারদলীয় সমর্থকদের মধ্যে বিলি হয়ে যায়। এর মধ্যে মন্ত্রী, এমপি, দলীয় শীর্ষনেতা ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বস্থানীয় সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা সুপারিশকৃতদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে।

বছরের মধ্যসময়ে এবং নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করায় অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, এতে পরিবেশ নষ্ট হবে, শিক্ষার মান ক্ষুণ্ণ হবে না। বছরের মধ্যখানে ছাত্র ভর্তি করায় তারা এই ভর্তিকে 'ভানুমতির খেলা' বলে অভিহিত করেছেন।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে বাইরে টেলেন্টপুল বৃত্তিপ্রাপ্ত ৭ জন ছাত্র, নবম শ্রেণী বিশেষ সুবিধা পেয়ে ভর্তি হয়েছে। অভিভাবকের বদলির কারণে সপ্তম শ্রেণীতে ২ জন ভর্তি হয়েছে।

এ ভর্তির ব্যাপারে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বপদ চন্দ্রপাল এ প্রতিবেদককে বলেন, উৎসুক অভিভাবক, রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের চাপে এ ভর্তি প্রক্রিয়া করতে বাধ্য হয়েছি।